শৈব শ্রী পুষ্পদন্ত বিরচিত

॥ শিব মহিম্ন স্তব ॥

মূল শ্লোক, বঙ্গানুবাদ এবং ব্যাখ্যা সম্বলিত

শ্রী দেবব্রত ব্যানার্জী

সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত

ব্যাখ্যাকার, সম্পাদক এবং প্রকাশক

শ্রী দেবব্রত ব্যানার্জী
পুরোহিত, শ্রীশ্রী নবগয়াধাম
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী

মূল্য:- গ্রন্থটি সর্বসাধারণের জন্য পিডিএফ আকারে উন্মুক্ত

১ম প্রকাশ

অগ্রহায়ণ মাস, ১৪৩১ বাংলা

ডিসেম্বর মাস, ২০২৪ ইংরেজি

সম্পাদকের নিবেদন

প্রথমেই আমি আমার ইষ্টদেব পরম করুণার সাগর স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, ভগবান শিব কে প্রণাম জানাই এবং তাঁর কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনাও করি, কারণ এমন শিব মহিমায় পরিপূর্ণ এই "শিবমহিম্ন স্তবকে" গ্রন্থাকারে সম্পাদন করার দুঃসাহস দেখিয়েছি আমি।

শেষে পরম করুনাময় পরমেশ্বর শিবের অশেষ কৃপায় অধম আমি উৎকৃষ্ট এই "শিবমহিম্ন স্তব" কে পিডিএফ আকারে সম্পাদিত করতে প্রবৃত্ত হলাম। "শিবমহিম্ন স্তব" পরমেশ্বর শিবের অতীব প্রিয় স্তোত্র, যা শৈবশ্রী পুষ্পদন্ত নাম্নী এক গন্ধর্ব্ব দ্বারা রচিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাতে এই স্তবের দুই একখানি বঙ্গানুবাদ ছারা আর কোনো বঙ্গানুবাদ আমার দৃষ্টিগোচর হল না, যাও বা দুই একখানি বঙ্গানুবাদ আছে, তা স্পষ্টত নয় বা সবার হস্তের নাগালের বাইরে। তাই এই স্তব সম্পূর্ণ নবরূপে প্রকাশ করার আমার পরিকল্পনা। আমি এখানে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, স্তবটি স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবার বোধগম্য করার জন্য। এই গ্রন্থ সম্পাদন করার জন্য আমি "স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত স্তবকুসুমাঞ্জলির" সহায়তা নিয়েছি। এই গ্রন্থখানি বর্তমান বাজারে খুবই দুর্লভ ও সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্যও বটে। তাই উক্ত গ্রন্থ থেকে বঙ্গানুবাদ গ্রহণ করে তার সাথে প্রতি শ্লোকের সহিত আমার ব্যাক্তিগত ব্যাখ্যা যুক্ত করে সহজভাবে আমি এই গ্রন্থ সম্পাদন করার প্রয়াস করেছি।

(বিঃদ্রঃ নিম্নোক্ত লেখাটি পড়ার পূর্ব্বে গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকী পড়ার অনুরোধ করব, নয়তো নিম্নোক্ত লেখাটি আপনার বোধগম্য নাও হতে পারে)

পরিশেষে স্তব সম্পর্কে আমি কিছু বলতে ইচ্ছুক, যা আমার একান্তই ব্যাক্তিগত মত। যদি এই মত গ্রহন করিতে আপনার কুন্ঠিত বোধ হয়, তাহলে আপনি এই অংশটুকু এড়িয়ে যেতে পারেন। আমার মনে হয় এই স্তবখানিতে গন্ধর্ব্ব পুষ্পদন্ত ব্যতীত আরো অন্য কোনো রচয়িতার রচনার আভাস আছে, কারন স্তবটি একচল্লিশ টি মতান্তরে তেতাল্লিশ টি শ্লোকে বিভক্ত; কিন্তু আমি কোনো কোনো গ্রন্থে লক্ষ্য করলাম যে কোথাও তেত্রিশ টি শ্লোক, কোথাও আটত্রিশ টি শ্লোক, কোথাও চল্লিশ টি শ্লোক, কোথাও একচল্লিশ টি আবার কোথাও তেতাল্লিশ টি শ্লোক। তারপর লক্ষ্য করলাম পূর্বোক্ত ভাষ্যকারগণ (যাহারা এই স্তবের উপর ভাষ্য করে গেছেন) তারা আটত্রিশ খানি শ্লোকের উপর ভাষ্য করেছেন কেবল। এখন আপনাদের মনে হতে পারে, বাকি পাঁচটি শ্লোক হয়তো প্রক্ষিপ্ত বা আমার বলা অন্য রচয়িতার রচনা; কিন্তু আমি গবেষণা করে দেখলাম তা নয়। ভাষ্যকারগণ আটত্রিশ খানা শ্লোকের ভাষ্যতেই বাকি পাঁচখানা শ্লোকের ভাষ্য যুক্ত করে গেছেন। তাই তাঁরা বাকি পাঁচখানি শ্লোকের ভাষ্য করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

এখন আপনাদের আবারো মনে হতে পারে যে, আমি পূর্বে যে বলিলাম "এই স্তবে পুষ্পদন্ত ব্যতীত অন্য রচয়িতার রচনা আছে" তা কি মিথ্যা?

আমি বলব, না! তাও মিথ্যা নয়। কারণ এই স্তবের চৌত্রিশ নং শ্লোকের পর হতে এই স্তবের মহিমা বর্ণিত আছে। এখন আমার প্রশ্ন হল, দৈব শক্তি হতে চ্যুত পুষ্পদন্ত কি প্রকারে নিজেই পরমেশ্বর শিবের স্তব রচনা করে নিজেই আবার তার মহিমা বর্ণিত করলো? তিনি তো তখন শিবের নির্মাল্য পদস্পর্শ করার মত ঘোরতর পাপে পাপী। এইখানে আমার মনে হয় যে চৌত্রিশ নং শ্লোক হইতে তেতাল্লিশ নং শ্লোক পর্যন্ত অন্য রচয়িতার রচনা আছে। আবার এইখানে আমার এমন ধারনা ভুলও হতে পারে, কারণ পুষ্পদন্ত হয়তো চৌত্রিশ নং শ্লোক পর্যন্ত স্তব তখন বন্দী অবস্থায় থাকাকালীন রচনা করেছিলেন এবং পরমেশ্বর শিব দ্বারা বন্ধনমুক্তি হওয়ার পর পয়ত্রিশ নং শ্লোক হতে বাকি শ্লোক রচনা করেছিলেন। এখন আপনার পক্ষে যা গ্রহণীয় তা আপনি গ্রহণ করুন।

পরিশেষে জানাতে চাই যে, এই স্তব সম্পর্কে যা আমার অভিমত ছিল, তা আমি ব্যক্ত করলাম। এখন এই গ্রন্থখানি যদি পাঠকবৃন্দের মনে সামান্যতম জায়গাও অর্জন করতে পারে, তাহলে সম্পাদক হিসেবে অতীব আনন্দিত হব আমি। সবশেষে বইখানি আমি আমার ইষ্টদেব পরমেশ্বর ভগবান শিবের চরণে অর্পণ করলাম এবং আবারো তাহাকে প্রণতি নিবেদন করলাম। গ্রন্থটিতে যদি কোনো ত্রুটি দৃষ্ট হয়, তাহলে অবশ্যই আমাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে রাখবেন। পরমেশ্বর শিবের কৃপাদৃষ্টি পাঠকবৃন্দের উপর সদা সর্বদা বর্ষিত হোক, এই আশা রেখে এখানেই ইতি টানলাম।

ওঁ শিবার্পণমস্তু ওঁ

শ্রী দেবব্রত ব্যানার্জী

পুরোহিত, শ্রীশ্রী নবগয়াধাম

কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
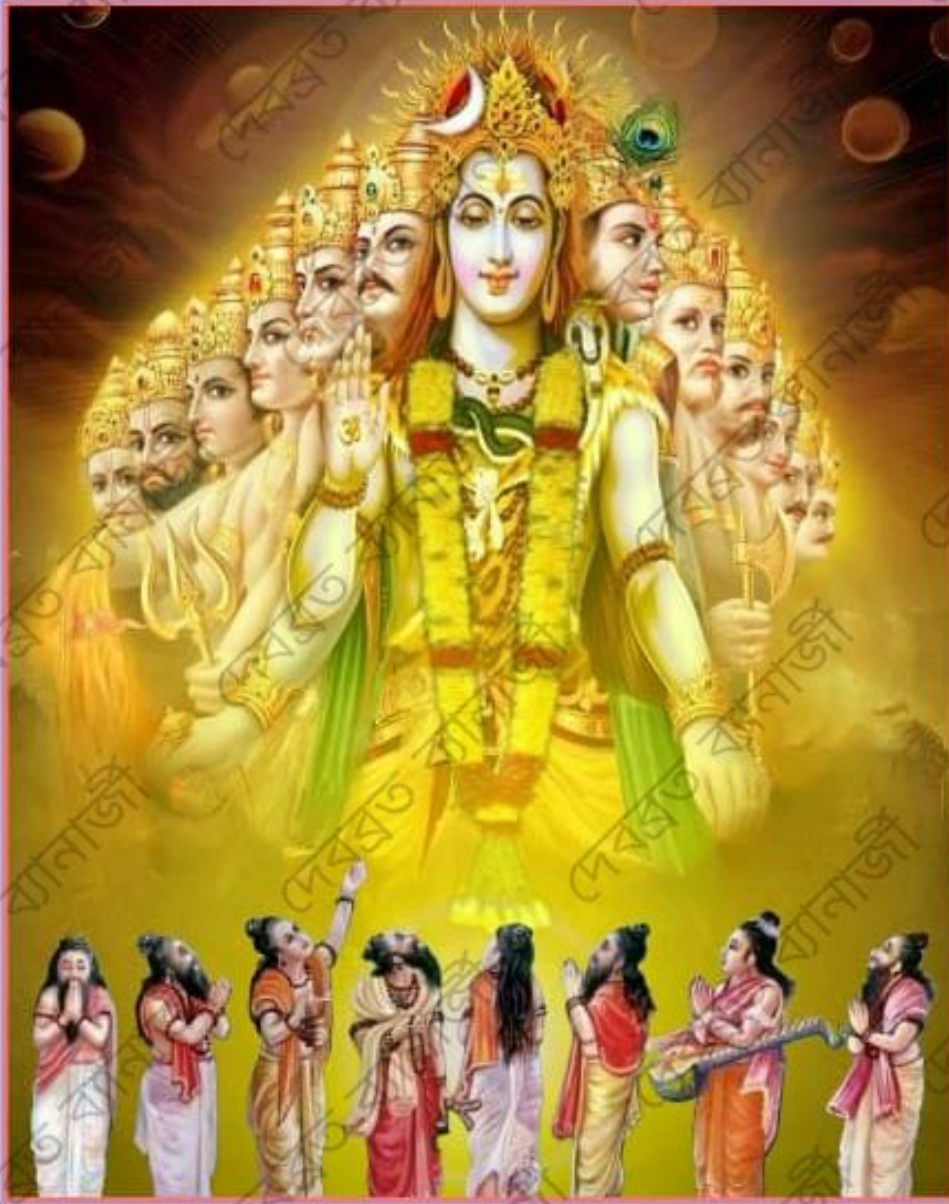
পরমেশ্বর শিব সম্পর্কিত স্তব/স্তোত্র সমূহের মধ্যে "শিবমহিম্ন স্তব" যে পরম উল্লেখযোগ্য, তা বলাই বাহুল্য । এই "শিব মহিম্ন স্তব" সম্পর্কে একখানি কাহিনী প্রচলিত আছে পণ্ডিত সমাজে।

পুষ্পদন্ত নাম্নী এক একনিষ্ঠ শিবভক্ত গন্ধর্ব্ব ছিলেন, তিনি প্রতিদিনই জনৈক মতান্তরে চিত্ররথ নাম্মী রাজার বাগান হতে শিব পূজার জন্য পুষ্প আহরণ করতেন। রাজা যখন নিজ পূজার জন্য, পুষ্প চয়নের উদ্দেশ্যে বাগানে যেতেন, তখনই দেখতেন, সব ফুল চুরি হয়ে গেছে। প্রতিদিনই এরূপ ঘটনা দেখে রাজা তো ক্রোধান্বিত। তিনি তাঁর সৈন্যদের একদিন আদেশ দিলেন বাগানের কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে। সৈন্যরা সেইমতই রাজাদেশ পালন করলো; কিন্তু কোনো কিছুই সুরাহা হল না। ফুল পূর্বের ন্যায়ই চুরি হত। পুষ্পদন্ত ছিলেন এক গন্ধর্ব্ব, তাই তাঁর দৈব শক্তি থাকায়, তার কিছুই করতে পারছিলো না রাজার সৈন্যরা। সবদিক থেকে ব্যর্থ হয়ে রাজা ধারনা করলেন, ফুল চোর নিশ্চয়ই দৈব শক্তি সম্পন্ন। তখন রাজা এক পরিকল্পনা করলেন, তিনি বাগানের সবখানে শিব নির্মাল্য (অর্থাৎ শিবের কাছে নিবেদিত পুষ্প ও বিল্বপত্রাদি) ছড়িয়ে রাখলেন। কারন যে যতই দৈব শক্তি সম্পন্ন হোক না কেনো, শিব নির্মাল্য পায়ের দ্বারা স্পর্শ হলে, তার সব দৈব শক্তিই নষ্ট হয়ে যাবে। পরদিন ভোরে যখন গন্ধর্ব্ব পুষ্পদন্ত পুষ্প আহরণে আসলেন, তখন তিনি দেখলেন ,তাঁর পা দ্বারা শিব নির্মাল্য চাপা পড়েছে, এবং তিনি তাঁর দৈব শক্তি হারিয়েছেন। সেইজন্য তিনি আর পালাতেও পারলেন না, রাজার সৈন্যরা তাকে বন্দী করে ফেলল। এমতাবস্থায় গন্ধর্ব্ব পুষ্পদন্ত পরমেশ্বর শিবকে সংস্কৃত শব্দগুচ্ছ দ্বারা স্তব করতে লাগলেন। এই স্তবে প্রসন্ন হয়ে পরমেশ্বর

শিব তাকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি করান এবং তাকে তার পূর্ব দৈব শক্তি ফিরিয়ে দেন।

গন্ধর্ব্ব পুষ্পদন্ত যে সংস্কৃত শব্দগুচ্ছ দ্বারা পরমেশ্বর শিবের স্তব করেছিলেন, তাই "শিব মহিম্ন স্তব" নামে প্রচলিত। এই স্তবের শুরুতে "মহিম্ন" পদ থাকায়, এটি মহিম্ন স্তব নামে ভূষিত হয়। মতান্তরে, এই স্তবে পরমেশ্বর শিবের পবিত্র মাহাত্ম্য থাকায়, এটি শিব মহিম্ন স্তব নামে পরিচিতি লাভ করে।

শ্রী দেবব্রত ব্যানার্জী

|| গ্রন্থারম্ভ ||

॥ ওঁ নমঃ শিবায় ॥

মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী

স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ।

অথাঽবাচ্যঃ সর্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্

মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ॥১॥

অনুবাদ:- হে হর, আপনার মহিমার স্বরূপ যাহারা জানে না তাহাদের স্তব যদি আপনার অযোগ্য হয়, তবে আপনার বিষয়ে ব্রহ্মাদির স্তবসমূহও বিফল হইয়াছে; পক্ষান্তরে নিজ বুদ্ধির সামর্থ্য অনুযায়ী স্তব করিয়া যদি সকলেই অনিন্দনীয় হয়, তবে আপনার স্তবের জন্য আমার এই উদ্যোগও নিন্দনীয় নহে ॥১॥

ব্যাখ্যা:- পরমেশ্বর ভগবান শিবকে আমি কায়মনোবাক্যে প্রনাম করিয়া, শিবমহিম্ন স্তবের

ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলাম। স্তবের প্রথমেই গন্ধর্ব্ব পুষ্পদন্ত পরমেশ্বর শিব কে বলিতেছেন যে, হে হর (অর্থাৎ যিনি রোগ, শোক, জড়া-ব্যাধি নিজের ভক্ত হতে হরন করিয়া লয়), আপনার মহিমার স্বরুপ যাহারা জানে না তাহাদের স্তব যদি আপনার পক্ষে অযোগ্য হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্মা সহ আরো দেবতাদের করা স্তবসমূহও বিফল হইয়াছে, কারন তাহারাও আপনার অর্থাৎ শিবের মহিমার স্বরুপ সম্পুর্ণ ভাবে জ্ঞাত নহে, তাই তাদের করা স্তব সমূহও বিফলে গিয়াছে। এরপর পুষ্পদন্ত বলিতেছেন, যদি এমন না হয়, তাহলে পক্ষান্তরে নিজের বুদ্ধির সামর্থ্য ব্যবহার করিয়া স্তব যদি অনিন্দনীয় অর্থাৎ নিন্দনীয় না হয়, তবে আমারও এই (শিবমহিম্ন) স্তব গানের উদ্যাগও নিন্দনীয় নয়।

অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মন-

সয়োঃ অতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।

স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ

পদে ত্বর্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ ॥২॥

অনুবাদ:- বস্তুতঃ আপনার মহিমা বাক্য ও মনের গম্য সমস্ত বিষয়ের অতীত; বেদও যে মহিমা সম্বন্ধে শঙ্কিতভাবে তদ্ভিন্ন বস্তুর নিষেধ-মুখে (নেতি নেতি দ্বারা) নির্দেশ করে, সেই মহিমা কাহার দ্বারা স্তুত হইবে, কে-ই বা তাহার গুণের সীমা করিবে, কাহারই বা উহা জ্ঞানের বিষয় হইবে? কিন্তু আপনার নিম্নতর অবস্থার (অর্থাৎ সাকার রূপের) প্রতি কাহার না মন, কাহার না বাক্য ধাবিত হয়? ॥২॥

ব্যাখ্যা:- আসলে আপনার (অর্থাৎ শিবের) মহিমা আমার (পুষ্পদন্তের) এবং সবার বাক্য ও মনের গম্য সমস্ত বিষয়ের উর্ধ্বে, কারন পরমেশ্বর শিবের

আসল স্বরুপ কেবল বাক্য কেনো! মনের ভাব দ্বারাও বোঝা সম্ভব নহে। আমাদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে প্রধান ধর্ম গ্রন্থ হলো বেদ। আমাদের স্মৃতি শাস্ত্র বলছে "বেদোঽখিল্ ধর্ম মূলম্" (মনু) অর্থাৎ বেদই আমাদের ধর্মের মূল। সেই আমাদের বেদ পর্যন্ত পরমেশ্বর শিব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ নির্দেশ করে এবং যা নির্দেশ করে, তাও আমাদের সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় না। কারন পরমেশ্বর শিব বেদেও পুরোপুরি ভাবে ব্যাপ্ত নন। তাই সেই তোমার মহিমা কোন ব্যক্তির দ্বারা স্তুত হইবে? কেই-বা পরমেশ্বর শিবকে শিবেরই সম্পূর্ণ গুনকে নিজের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিবে?? এবং কাহারই বা শিব সম্পর্কে সম্পূর্ণ বা সম্যক জ্ঞান হইবে। কিন্তু যদিও আপনার নিরাকার বিগ্রহ আছে, যা সর্বোচ্চ কিন্তু আমরা আপনার সবচেয়ে নিম্নতর অর্থাৎ সেই সাকার (সদাশিব, রুদ্র ইত্যাদি) রুপেই মোহিত। আর কেনই বা আমরা মোহিত হইবো না, এই ত্রিলোকে এমন

কেহ কি আছে? যার মন, বাক্য ইত্যাদি আপনার প্রতি ধাবিত না হয়।

মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্মিতবতস্তব
ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্বিস্ময়পদম্।
মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ
পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা ॥৩॥

অনুবাদ:- হে ব্রহ্মন্, মাধুর্যপূর্ণ পরম অমৃতস্বরূপ (বেদ) বাক্যের রচয়িতা, আপনার নিকট দেবগুরুর বাণীও কি বিস্ময়কর হইতে পারে? পরন্তু, হে পুরমথন, আপনার গুণবর্ণনরূপ পুণ্যের দ্বারা নিজের এই বাক্যকে পবিত্র করিব মনে করিয়াই এই স্তবে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥৩॥

ব্যাখ্যা:- হে ব্রহ্মন্ (অর্থাৎ সর্বোচ্চ, সর্বব্যপী চুড়ান্ত

শক্তি), আপনিই মাধুর্যপূর্ণ পরম অমৃতের স্বরুপ বেদ বাক্যের রচয়িতা (আচার্য সায়ণও তার প্রতিটা বেদ ভাষ্যানুক্রমিকার শুরুতেই শিব কে এইভাবে বন্দনা করিয়াছেন "যার নিশ্বাস বায়ু হইতে বেদ সকল সৃষ্ট হ ইয়াছে, সেই মহেশ্বরকে আমি বন্দনা করি" এর দ্বারাই বোঝা যায়, আপনি শিবই বেদের সৃষ্টিকর্তা") আপনার নিকট দেবগুরু বৃহস্পতির বাক্যও কি আশ্চর্যজনক হইতে পারে? কিন্তু, হে ত্রিপুর কে দমনকারী পুরমথন! আপনার গুনবর্ণনরূপ পুণ্যের দ্বারা এই সংস্কৃত শব্দগুচ্ছ কে পবিত্র মনে করিয়াই আমি (অর্থাৎ পুষ্পদন্ত) এই (শিবমহিম্ন) স্তবে প্রবৃত্ত অর্থাৎ নিযুক্ত হইলাম।

তবৈশ্বর্যং যত্তজ্জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ

ত্রয়ীবস্তু ব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু।

অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং

বিহন্তং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥৪॥

অনুবাদ:- হে বরদ, গুণের দ্বারা ত্রিধাবিভক্ত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব দেহে ব্যাপ্ত এবং জগতের সৃষ্টি রক্ষা ও প্রলয়ে নিযুক্ত আপনার যে বেদ প্রতিপাদ্য ঈশ্বরভাব, তাহা নিরাস করিবার জন্য এই সংসারে কোন কোন মূঢ় ব্যক্তি উক্ত ঐশ্বর্যবিষয়ে অসাধুদিগের চিত্তহারী কিন্তু বস্তুতঃ অমনোহর নিম্নোক্ত কুতর্কের উত্থাপন করে ॥৪॥

ব্যাখ্যা:- হে বরদ অর্থাৎ বরদাতা মহেশ্বর! আপনার (আপন ত্রিগুত্মিকা) গুনের দ্বারাই (সত্ত্ব, রজ, তম) বিভক্ত হয়ে ব্রহ্মা বাহ্যিক রজগুনী, ভীতরে সাত্ত্বিক হইয়াছেন, বিষ্ণু বাহ্যিক সাত্ত্বিক, ভীতরে তমগুনী হ ইয়াছেন এবং ভগবান শিবের লীলাবতার রুদ্র (এই খানে শিব অর্থে ব্যবহৃত) বাহ্যিক ভাবে তম গুনী এবং ভীতরে সাত্ত্বিক হয়ে পুরো জগতে ব্যাপ্ত

হয়েছে। সেই সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় কার্যে নিযুক্ত আপনার বেদ প্রতিপাদ্য যে ঈশ্বরভাব, সেই ঐশ্বর্য বিষয়ে আসাধুদের মন হরন করে কিছু মূর্খ (উপরোক্ত নিগূঢ় তত্ত্ব না জেনেই) অমনোহর কুতর্কের উত্থাপন করে (নিম্নোক্ত বাক্য গুলো দ্বারা)।

কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং

কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ।

অতর্ক্যৈশ্বর্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ

কুতর্কোইয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥৫॥

অনুবাদ:- সেই বিধাতা তাহা হইলে কিরূপ চেষ্টা সহকারে, কোন্ শরীর অবলম্বনে, কি উপায়ে, কোন্ আধারে, কি উপাদানে ত্রিলোকের সৃষ্টি করেন?-মূঢ়-ব্যক্তির এপ্রকার কুতর্কও তর্কাতীত ঐশ্বর্যশালী আপনাতে অবকাশ পায় না; কিন্তু উক্ত তর্ক জগতের

মোহের জন্য কাহাকে কাহাকেও (অথবা কোন কোনও মুঢ় ব্যক্তিকে) বাচাল করিয়া থাকে ॥৫॥

ব্যাখ্যা:- কিছু মূর্খ পরমেশ্বর শিবের (শিব তত্ত্ব) না জেনেই শিব সম্পর্কে কিছু অযৌক্তিক কথা উত্থাপন করে, তা হলো সেই বিধাতা (শিব) কিভাবে, কোন শরীর দ্বারা, কি উপায়ে, কিসের আধারে, কি উপাদানে ত্রিলোকের সৃষ্টি করে? মূর্খের এই প্রকার কুতর্কও তর্কের অতীত অর্থাৎ যা তর্ক করারও যোগ্য না (কারন পরমেশ্বর শিবকে সঠিক ভাবে জানতে পারলে, এমন প্রশ্ন মনে উত্থিত হইতেই পারে না), সেই ঐশ্বর্যশালী তোমাকে (শিবকে) জানার অবকাশ অর্থাৎ সময়ই পায় না তারা। কিন্তু এই তর্ক জগতের জাগতিক মোহের সাথে একত্রিত হইয়া আপনার নিন্দা করিতে করিতে কোনো কোনো মূর্খ বাচাল হইয়া থাকে।

অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি

জগতামধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি।

অনীশো বা কুর্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরো

যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে ॥৬॥

অনুবাদ:- 'সাবয়ব হইয়াও পৃথিব্যাদি লোক কি উৎপত্তিশূন্য হইতে পারে? জগতের উৎপত্তি কি জগৎকর্তার অপেক্ষা না করিয়াই হইতে পারে? আর সেই কর্তা যদি স্বাধীন না হন, তবে জগতের আরম্ভ কি প্রকারে হইবে? হে সুরশ্রেষ্ঠ, যাহারা মন্দমতি তাহারা আপনার বিষয়ে সংশয়যুক্ত হয় ॥৬॥

ব্যাখ্যা:- সেই মূর্খরা শিব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থিত করে যে, সেই শিব সাকার হয়েও কি প্রকারে উৎপত্তিশূন্য অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্ম হইতে পারে? জগতের সৃষ্টি কি জগৎ কর্তার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই হইতে পারে?

(এইখানে মূর্খগণ যুক্তি উপস্থাপন করিয়া বলেন যে, সেই শিব যদি সাকার হয় তবে তিনি কি প্রকারে জগৎ সৃষ্টি করিলেন?? কারন তিনি তো সাকার, আর তিনি সাকার হওয়ায় যখন এই সৃষ্টি ছিলো না, তখন তিনি কোথায় অবস্থান করেছেন এবং তিনি যদি জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে নাই ছিলেন, তবে তার দ্বারা কিভাবে জগৎ সৃষ্টি হইলো ইত্যাদি) তারা আরো বলে থাকে যে সেই কর্তা যদি স্বাধীন না হন (তাদের মতে পরমেশ্বর শিব স্বাধীন নয়) তবে জগতের সূচনা কিভাবে হইবে? তাদের খণ্ডন করে পুষ্পদন্ত বলছেন, "হে সুরশ্রেষ্ঠ! যাদের মতি ভ্রষ্ট এবং যারা মন্দমতি, তাহারাই এই সব প্রশ্ন উত্থাপন করে মানুষ কে সংশয়যুক্ত এবং নিজেও সংশয়যুক্ত হয়।" এইসব ব্যক্তিকেই শিব বিরোধী পাষণ্ড বলে শাস্ত্রে আখ্যায়িত করা হয়েছে, শিব বিরোধী পাষণ্ডী যতই শুভ এবং সঠিক কর্ম করুক না কেনো, মোক্ষপ্রাপ্তি

তাদের কদাপি সম্ভব নয়।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥৭॥

অনুবাদ:- বেদত্রয়, সাংখ্য, যোগ, পশুপতিমত এবং বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র বিষয়ে "ইহাই শ্রেষ্ঠ এবং উহাই শুভকর" এইরূপ বুদ্ধি আছে বলিয়াই লোকে নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যহেতু সরল ও বক্র নানা পথ অবলম্বন করে; তথাপি নদীসমূহের যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি, তেমনি আপনিও সকল মানুষের একমাত্র গতি ॥৭॥

ব্যাখ্যা:- ঋক, সাম, যজু এই বেদত্রয়, মহর্ষি কপিল

প্রণীত সাংখ্য শাস্ত্র, পতঞ্জলী প্রণীত যোগ শাস্ত্র, পশুপতি মত (ভগবান রুদ্রের বাহ্যিক তমগুনের অনুসারী তন্ত্র সমূহ বা বামাচারী তন্ত্রসমূহ), নারদ পঞ্চরাত্র বৈষ্ণব প্রভৃতি শাস্ত্রে বিভিন্ন মত দেখা হয়, যার দ্বারা আমাদের এটাই প্রতীত হয় "এটাই শ্রেষ্ঠ, ওটাই শুভকর" ইত্যাদি। এইরুপ মত/পথ বিভিন্ন থাকায় যে যার রুচিমত সরল এবং বক্র (বাঁকা) নানা পথ অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু নদীর মধ্যে যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি, তেমনি ভাবে সকল মত পথের মধ্যে আপনি শিবই একমাত্র গতি। এইখানে এটাই বোঝানো হচ্ছে, যে যারই উপাসনা করুক না কেনো, সে প্রকৃত পক্ষে সেই পরমেশ্বর শিবেরই উপাসনা করছেন। আর পরমেশ্বর শিবও সেই উপাসনা সাদরে গ্রহন করে উপাসনাকারীকে যথাযথ ফল দিচ্ছেন। কারন পরমেশ্বর শিব ঈশ্বরগীতায় স্বয়ং বলছেন "যে যেভাবে আমার

উপাসনা করে, আমি সেভাবেই তাকে ফল দিয়ে থাকি" (১১/৭১)। এর দ্বারাই এটাই প্রমাণ হয়, শিবই একমাত্র আমাদের উপাস্য এবং ফলদাতা। আমরা যে দেবদেবীকেই উপাসনা করি না কেনো, প্রকৃত সাধকের দৃষ্টিতে তা পরমেশ্বর শিবেরই উপাসনা।

মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ

কপালঞ্চেতীয়ত্তব বরদ তন্ত্রোপকরণম্।

সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি তু ভবদ্ভ্রূপ্রণিহিতাং

ন হি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি ॥৮॥

অনুবাদ:- হে বরদাতা, আপনার কর্মের সহায় ত মাত্র মহাবৃষভ, খটাঙ্গ, কুঠার, চর্ম, ভস্ম, সর্পসমূহ এবং নরকপাল। কিন্তু আপনার কটাক্ষে দেবতারা নিজ নিজ সমৃদ্ধি লাভ করেন। (আপনি নিস্পৃহ) কেন না, যিনি নিজ আত্মায় মগ্ন, তাঁহাকে বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণা

ভ্রান্ত করে না ॥৮॥

ব্যাখ্যা:- হে বরদাতা! আপনার জাগতিক কর্মের সহায়তা কারী তো মাত্র মহাবৃষভ (নন্দীশ্বর), খটাঙ্গ (তার অস্ত্র বিশেষ), কুঠার, আপনার পরিধান কৃত বাঘের চর্ম্ম, (ত্রিপুন্ড্রাদি যার দ্বারা আকার পায়) সেই ভস্ম, মাথায় এবং গলায় থাকা সর্প গুলো, নরকপাল (মুণ্ডমালার মুণ্ড সমূহ)। কিন্তু অন্যান্য দেবতারা কটাক্ষেই কতো অলঙ্কার ইত্যাদি সজ্জিত হয়ে কতো সম্পদ ভোগ করছে অর্থাৎ অন্যান্য দেবতারা আপনার মতো স্বতন্ত্র না হয়েও, নানা অলঙ্কার দ্বারা ভোগ বিলাসে মত্ত, কারন তারা সৌন্দর্য এবং নিজের ক্ষমতা দ্বারা মানব কে আকৃষ্ট করতে চায়, কিন্তু তারা যা দিয়ে ভোগ বিলাস করছে, সেটা সেই আপনারই দেয়া। তাই প্রকৃত পক্ষে ধনী ব্যক্তি কখনো নিজের ধন দ্বারা নিজের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করে না এবং যে স্বল্পসময়ে ধনী হয়েছে, সেই সবসময়

নিজের ঐশ্বর্য, ক্ষমতা দিয়ে দম্ভ দেখায় এবং তা দেখিয়ে প্রমাণ করতে চায় সেই শ্রেষ্ঠ। যেমন পরমেশ্বর শিবই সকল কিছুর অধীশ্বর, তিনি কিছু করতেই অসমর্থ নন, তিনি সব কিছু করতেই সক্ষম; তাও তিনি জাগতিক জগতের ভোগবিলাশ থেকে দূরে অবস্থিত, কিন্তু দেবতারা এনার পুরো উল্টো। পরমেশ্বর শিবের এমত কার্যকে যারা তমগুনী মনে করে এবং তমগুনী বলে আখ্যা দেয়, তারা জানে না, শিব নিস্পৃহ অর্থাৎ অনাসক্ত (তিনি কোনো কিছুতেই আসক্ত নয়), কেননা যিনি নিজ আত্মায় মগ্ন, তাকে বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণা অর্থাৎ মোহিত হরিণের ন্যায় ভ্রান্ত করে না।

ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং

পরো ধ্রৌব্যাঽধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে।

সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন তৈর্বিস্মিত ইব

স্তবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা ॥৯॥

অনুবাদ:- কেহ বলেন এই সমস্ত জগৎ সত্য; কেহ বলেন এই সমস্তই মিথ্যা;অপর কেহ কেহ জগতের বিষয়সমূহকে পৃথক্ করিয়া কোনোটিকে সত্য এবং কোনোটিকে মিথ্যা বলেন। হে পুরমথন, আমি তাহাদের এই সমস্ত বাক্যে চমৎকৃত হইলেও আপনার স্তুতি করিয়া লজ্জিত হইতেছি না; কারণ বাচাল ব্যক্তি সর্বদাই ধৃষ্ট হয় ॥৯॥

ব্যাখ্যা:- এই জগতে থেকেও কেউ এই জগৎকে সত্য এবং কেউ এই জগৎকে মিথ্যা বলে থাকেন, আবার কেউ জগতের বিষয়গুলোকে পৃথক অর্থাৎ আলাদা করে কোনোটিকে সত্য এবং কোনোটিকে মিথ্যা বলে থাকেন। হে ত্রিপুর দহন! আমি (পুষ্পদন্ত) এই সব বচন দ্বারা আশ্চর্য হইলেও আপনার স্তব করতে আমি লজ্জিত হচ্ছি না কারন বাচাল ব্যক্তি সর্বদাই

নির্লজ্জ হয়। এখানে পুষ্পদন্ত আমাদের এই স্তবের দ্বারা বোঝাচ্ছেন, অনেকে এই জগৎকে সত্য এবং অনেকে জগৎকে মিথ্যা বলে থাকে, এখানে তাদের মধ্যে কোনটা সঠিক, পুষ্পদন্ত বোঝাচ্ছেন দুইটিই সঠিক, কারন ব্যক্তির নিজ নিজ দর্শন* ভেদে জগৎকে দেখার দৃষ্টি ভঙ্গিও আলাদা হয়ে থাকে, তাই তাদের কাছে এই একই জগৎ আলাদা আলাদা প্রতীয়মান হয়। আর যারা এই দুইয়ের মধ্যে যেকোনো একটিকে প্রাধান্য দিয়ে তর্ক করে, তারাই ধৃষ্টতা করে এবং বাচাল হয়ে বিচরণ করে।

*আমরা প্রধানত তিনটি দর্শন সম্পর্কে অবগত, তা হলো অদ্বৈত দর্শন, বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শন এবং দ্বৈত দর্শন। অদ্বৈত দর্শনে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, কারন ব্রহ্ম ই সবকিছুর মূল, ব্রহ্ম ছারা কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই, তাই বাকি সব মিথ্যা। বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শন এবং দ্বৈত দর্শনে ব্রহ্মও সত্য এবং এই জগৎও সত্য

কারন এই দুই দর্শনে মানা হয়, ব্রহ্ম সত্য হলে তার বানানো সৃষ্টিও সত্য।

তবৈশ্বর্যং যত্নাদ্ যদুপরি বিরিঞ্চো হরিরধঃ
পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনলমনলস্কন্ধবপুষঃ।
ততো ভক্তিশ্রদ্ধাবরগুরু গৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ
স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি ॥১০॥

অনুবাদ:- হে গিরিশ! তেজঃপুঞ্জ-মূর্তি আপনার ঐশ্বর্যকে সযত্নে পরিমাপ করিতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঊর্ধ্ব ও অধোদিকে গমন করিয়া যদিও অসমর্থ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে আপনার স্তুতি করিতে থাকিলে (উক্ত ঐশ্বর্য) তাঁহাদের নিকট স্বয়ং প্রকটিত হইয়াছিলেন; সুতরাং আপনার সেবা ফলবতী না হইবে কেন?

॥১০॥

ব্যাখ্যা:- হে গিরিশ (কৈলাস পর্বতের প্রভু)! সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর মধ্যে "কে শ্রেষ্ঠ" এই বিষয়ে দ্বন্দ্ব লাগিলে, আপনিই তাদের সামনে এক অনন্ত তেজপূঞ্জ মূর্তি রূপে আবির্ভূত হয়ে তাদের দ্বন্দ্ব রোধ করেছিলে। আপনার সেই অনন্ত জ্যোতির্লিঙ্গ স্বরুপ তেজপুঞ্জ মূর্তি ব্রহ্মা উপর দিকে এবং বিষ্ণু নিচের দিকে গমন করেও পরিমাপ করতে অসমর্থ হইয়াছিলো; পরে তারা আপনার লীলা বুঝতে পেরে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে আপনার (শিবের) স্তুতি করলে, তাদের নিকট অনন্ত নিরাকার আপনি সাকার রুপে প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং তাদের বর দিয়েছিলেন। সুতরাং আপনার সেবা পূজা, ফলবতী হইবে না কেনো??

অযত্নাদাপাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং

দশাস্যোযদ্দ্বাহুনভৃত রণকণ্ডু পরবশান্।

শিরঃপদ্মশ্রেণী রচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ

স্থিরায়াস্তদ্ভক্তেস্ত্রিপুরহর বিস্ফুর্জ্জিতমিদম্ ॥১১॥

অনুবাদ:- হে ত্রিপুরহর, রাবণ যে অনায়াসে ত্রিভুবনকে শত্রুসম্পর্কবিহীন করিয়া অতৃপ্ত রণস্পৃহা-বিশিষ্ট বিংশতি বাহু ধারণ করিয়াছিল, তাহা সেই অচলা ভক্তির প্রভাবেই হইয়াছিল, যে ভক্তিবশতঃ নিজ মস্তকরূপ পদ্মসমূহের দ্বারা আপনার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়ে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিল ॥১১॥

ব্যাখ্যা:- হে ত্রিপুর দহনকারী হর! রাবণ যে তিন ভুবন (স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল) কে অনায়াসে লাভ করে, নিজের বিশটি হস্ত দ্বারা সকল শত্রুকে বধ করে, অন্যান্য শত্রুদের তার সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা নষ্ট করে যে আধিপত্য স্থাপন করেছিলো। রাবণ তা

কার জন্য করতে পেরেছিলো? সেই আপনারই অচলা ভক্তির জন্য। যে ভক্তিবশতঃ নিজ মস্তক সমূহ পদ্ম ফুলের সহিত আপনার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলো। অর্থাৎ শিবের প্রতি ভক্তিমান ব্যক্তির পক্ষে ত্রিভুবন জয় করা একটি ক্ষুদ্র বিষয়।

অনুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবনং

বলাৎ কৈলাসেঽপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ।

অলভ্যা পাতালেঽপ্যলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি

প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ ॥১২॥

অনুবাদ:- আপনারই সেবার ফলে বাহুবল লাভ করিয়া সেই বাহুসমূহের দ্বারা রাবণ যখন আপনার বাসস্থান কৈলাসে বিক্রম প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলো, তখন আপনি হেলায় নিজ পদাঙ্গুষ্ঠের

অগ্রভাগ দ্বারা ঈষৎ চাপ প্রদান করিয়াছিলে; তখন পাতালেও তাহার অবস্থান দুর্ঘট হইয়াছিল। খল ব্যক্তি সমৃদ্ধ হইলেই কৃতোপকার বিস্মৃত হয় ॥১২॥

ব্যাখ্যা:- যখন সেই রাবণ আপনারই পাওয়া ক্ষমতা দিয়ে, আপনারই বাসস্থান কৈলাশ কে তার বিশটি হাত দ্বারা বিক্রম প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছিলো, তখন আপনিই হেলাতে নিজ পায়ের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা সামান্য চাপ প্রদান করেছিলে; তখন সেই আপনার অঙ্গুষ্ঠের চাপায় পাতালেও তার অবস্থান দুর্ঘট অর্থাৎ দুরহ ছিলো। এই রাবণের দ্বারাই বোঝা যায়, মন্দ ব্যক্তি কোনো কিছু দ্বারা বা কারো দ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করলেই সে কৃতোপকার ভুলে যায়।

যদৃদ্ধিং সুত্রাম্ণো বরদ পরমোচ্চৈরপি

সতীমধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ।

ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়োন

কস্যা উন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতিঃ ॥১৩॥

অনুবাদ:- হে বরদাতা, (বলির পুত্র) বাণ যে ত্রিভুবনকে নিজ ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞাধীন করিয়া ইন্দ্রের অতি মহতী সমৃদ্ধিকেও পরাস্ত করিয়াছিল, তাহা আপনার পদযুগলের সেবকের পক্ষে আশ্চর্য নহে। (কে বলে) আপনার প্রতি মস্তক অবনত করিলে কোন্ উন্নতি হয় না? ॥১৩॥

ব্যাখ্যা:- হে বরদাতা মহেশ্বর! বলি রাজার জ্যেষ্ঠ সন্তান বাণ যে ত্রিভুবনকে নিজের দাসের মতো আজ্ঞাধীন করে দেবরাজ ইন্দ্রেরও সমৃদ্ধিকে পরাস্ত করেছিলো, তা আপনার পদযুগলের সেবাকারীর পক্ষে আশ্চর্য বা চমকপ্রদ নয়। আর কে বলে? যে আপনার প্রতি মস্তক অবনত অর্থাৎ প্রণাম করিলে উন্নতি হয় না। অবশ্যই স্বীয় ব্যক্তি ঘোর শিব বিরোধী

এবং আপনার মায়ায় মোহিত।

অকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডক্ষয়চকিতদেবাসুরকৃপা-
বিধেয়স্যাহসীদ্ যস্ত্রিনয়ন বিষং সংহৃতবতঃ।
স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো
বিকারোহপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ ॥১৪॥

অনুবাদ:- হে ত্রিনয়ন, (সমুদ্রমন্থনে বিষ উত্থিত হইলে) অসময়ে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইবার ভয়ে চকিত দেবাসুরগণের প্রতি কৃপাবশতঃ আপনি বিষ' সংহার করিয়াছিলেন; তজ্জন্য আপনার কণ্ঠে যে কালিমা হইয়াছিল তাহাতে কি আপনার অপূর্ব শোভা হয় নাই? আহা! ত্রিভুবনের ভয় বিনাশকারীর (অঙ্গ) বিকারও প্রশংসনীয় ॥১৪॥

ব্যাখ্যা:- হে ত্রিনয়ন! সমুদ্র মন্থনের সময় যে বিষ

উত্থিত হইয়া ছিলো, তা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হতে লেগেছিলো, তখন আপনি দেবতা এবং অসুরদের প্রতি কৃপা করে বিষ সংহার অর্থাৎ নিজ কণ্ঠ মধ্যে ধারন করেছিলে, সেই বিষ কণ্ঠে ধারন করায় আপনার কণ্ঠে যে কালিমা পড়েছিলো, তাতে কি আপনার অপূর্ব সুন্দর হয় নাই? আহা! কি অপূর্ব! তিন ভুবনের ভয় বিনাশকারী ভগবান রুদ্রের বিকৃত অবস্থাও প্রশংসনীয় হয়ে আছে।

অসিদ্ধার্থানৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে

নিবর্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।

স পশ্যন্নীশ ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ স্মরঃ

স্মর্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥১৫॥

অনুবাদ:- হে ঈশ, যাঁহার নিত্য জয়শালী বাণসমূহ দেব, অসুর ও নরগণের বাসভূমি মর্ত্যলোকে নিক্ষিপ্ত

হইলে কখনও ব্যর্থ হইয়া ফিরে না, সেই কামদেব আপনাকে অপর দেবতার ন্যায় মনে করিয়া (কামমুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে পূর্বদেহ নাশ হেতু) মনোময় দেহ প্রাপ্ত হন; কেন না জিতেন্দ্রিয় পুরুষের প্রতি অসম্মান কখনও হিতকর নহে ॥১৫॥

ব্যাখ্যা:- হে ঈশ্বর! যার নিত্য জয়শালী কাম বাণসমূহ দেব, অসুর, ও মানুষের বাসভূমি মর্ত্যলোকে নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ ছোরা হলে, কখনো ব্যর্থ হয় না, সেই কামদেব আপনাকে অপর দেবতার মতো মনে করিয়া কাম বাণ দ্বারা মুগ্ধ করতে চেষ্টা করছিলো, এতে সে তার দেহ হারায় এবং আপনারই ভক্তিতে সে আবার মনোময় দেহ (দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের পুত্রত্ব) প্রাপ্ত হয়। এতেই বোঝা যায় জিতেন্দ্রীয় আপনার অবহেলা করা, কখনোই কারো পক্ষে শুভকর হইতে পারে না। যারা শিবকে অন্যদেবদেবীর দাস দাসী বা উপাসক বলে থাকেন, তাদের জন্য খণ্ডন এই

শ্লোকেই অবস্থিত। যেমন কামদেব অন্য দেবতার মতো শিবকে মনে করেছিলো বলে সে তার ফল হিসেবে নিজের দৈব দেহ হারায়। এখানে ভাবার বিষয় হলো, কামদেব দৈব শক্তি এবং দৈব দেহ সম্পন্ন হয়েও শিবকে অন্য দেবতার মতো মনে করায়, সে তার শক্তি হারিয়ে মনুষ্য কুলে (কৃষ্ণের সন্তান) হয়ে জন্ম নিয়েছিল। আর আমরা যদি এই মনুষ্য শরীরেই সেই শিবের অবমাননা করি, তাহলে আমাদের কি হবে? তাই শিব বিরোধীরা শিব সম্পর্কে অপপ্রচার করার আগে একশত বার ভাবিও।

মহী পাদাঘাতাদ্ব্রজতি সহসা সংশয়পদং

পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্ভুজপরিঘরুগ্নগ্রহগণম্

মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটাতাড়িততটা

জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি ননু বামৈব বিভূতা ॥১৬॥

অনুবাদ:- আপনি জগৎরক্ষার হেতু নৃত্য করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনার পদাঘাতে মনে হয় বুঝি বা পৃথিবী (ভূলোক) তৎক্ষণাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, আপনার ভুজদণ্ডের মুহুর্মুহুঃ আস্ফালনে পীড়িত গ্রহাদিখচিত অন্তরিক্ষ (ভুবলোক) সংশয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং আপনার চঞ্চল জটাজুটের দ্বারা স্বর্গের প্রান্তভাগ তাড়িত হওয়ায় উহাও দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়। আপনার অতিবিপুলতাই বুঝি বা প্রতিকূল ॥১৬॥

ব্যাখ্যা:- আপনি যখন জগৎ রক্ষার জন্য তাণ্ডব নৃত্য করে সমস্ত অশুভ শক্তি বিনাশ করেন, কিন্তু নৃত্য করার সময় আপনার পদঘাতে মনে হয় বুঝি সেইক্ষণই পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আপনার শক্ত দণ্ডের ন্যায় হাত দ্বারা বারংবার হস্ত সঞ্চালনে ব্যাথা অনুভব করে গ্রহাদি দ্বারা সাজানো অন্তরিক্ষ বা ভূবলোক সংশয়াবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং আপনার চঞ্চল জটাজুট দ্বারা স্বর্গের প্রান্তভাগ অর্থাৎ শেষপ্রান্ত

দণ্ডিত অর্থাৎ আঘাত প্রাপ্ত হয়ে উহাও দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়। এসব অবস্থার জন্য আপনার অতি বিশালতাই হয়তো বিরুদ্ধ কারন, আপনি যদি অতি বিশাল না হতেন, তাহলে আপনার নৃত্যের ফলে এসব কিছু হতো না এবং জগতের রক্ষাও হতো না।

বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগুণিত ফেনোদ্‌গমরুচিঃ
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে।
জগদ্‌দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি
ত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিম দিব্যং তব বপুঃ ॥১৭॥

অনুবাদ:- আকাশব্যাপী যে জলপ্রবাহের (আকাশগঙ্গার) ফেনোদ্গম-শোভা (তন্মধ্যস্থ) তারাগণের দ্বারা বর্ধিত হইয়া থাকে, সেই জলপ্রবাহ আপনার মস্তকে বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। (অথচ) সেই বিন্দু দ্বারাই জগৎ

জলধিবেষ্টিত ও সপ্তদ্বীপাকার হইয়াছে। ইহা হইতেই অনুমান করা উচিত যে, আপনার দিব্য বপু কিরূপ মহিমা ধারণ করে ॥১৭॥

ব্যাখ্যা:- আমাদের শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে, একবার হিরণ্যাক্ষ নামক এক অসুর, আমাদের এই বাসযোগ্য পৃথিবীকে এক সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে রেখেছিলো, তারপর ভগবান বিষ্ণু বরাহ অবতার নিয়ে পুনঃ পৃথিবীকে নিয়ে আগের জায়গায় স্থাপন করেছিলো। অনেকেই মনে করে, পৃথিবীর মধ্যেই তো সমুদ্র অবস্থিত, তাহলে হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে কোন সমুদ্রে লুকিয়ে রেখেছিলো? এখানে পুষ্পদন্ত ওটারই উল্লেখ করে আকাশব্যাপী (অর্থাৎ অন্তরিক্ষ জুড়ে) জলপ্রবাহের কথা বলেছেন, যে জলপ্রবাহের এক ক্ষুদ্র অংশ (ওই অন্তরিক্ষ অনুযায়ী ক্ষুদ্র, কিন্তু আমাদের নিকট সেটাই বিশাল হতে বিশাল) গঙ্গা রুপে অপরিসীম শোভিত হয়ে তারাগণ দ্বারা

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে, সেই জলপ্রবাহ আপনার মস্তকে বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বিন্দু দ্বারাই জগৎ জল দ্বারা বেষ্টিত এবং সপ্তদ্বীপের আকার নিয়েছে। এটা হতেই আমাদের অনুমান করা উচিত যে, আপনার দিব্য শরীর কিরূপ মহিমা ধারন করে।

রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো

রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি।

দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধি-

র্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ ॥১৮॥

অনুবাদ:- ত্রিপুররূপ একটি তৃণকে দগ্ধ করিতে আপনার একি আড়ম্বর বিধান যে, তখন আপনার রথ হইয়াছিল পৃথিবী, সারথি হইয়াছিলেন ব্রহ্মা, সুমেরু পর্বত হইয়াছিল ধনু, চন্দ্র ও সূর্য হইয়াছিল

দুই রথচক্র এবং চক্রপাণি বিষ্ণু হইয়াছিলেন শর। ঈশ্বরের সঙ্কল্প কখনও পরবস্তু-সাপেক্ষ নহে; অতএব আপনি আজ্ঞাধীন দ্রব্যের দ্বার। তিনি ক্রীড়া মাত্র করেন ॥১৮॥

ব্যাখ্যা:- ত্রিপুরের মতো একটা তৃণকে দহন করতে আপনার একি আশ্চর্যজনক বিধান যে, তখন আপনার রথ হয়েছিলেন দেবী পৃথিবী, সারথি হয়েছিলেন স্বয়ং চতুর্মুখ ব্রহ্মা, সুমেরু পর্বত হয়েছিলো ধনুক, চন্দ্র এবং সূর্য হয়েছিলো রথের চক্র অর্থাৎ চাকা।এবং স্বয়ং চক্রপাণি বিষ্ণু হয়েছিলো ধনুকের শর অর্থাৎ তীর। আপনিই ঈশ্বর মহাদেব, তাই আপনার সংকল্প কখনো পরবস্তুর উপর নির্ভর নয়, যদি আপনার সংকল্প পরবস্তুর উপর নির্ভর হইতো, তাহলে এমন ব্যতিক্রম রথ আপনার জন্য প্রস্তুত হইতো না; অন্য রথের ন্যায় সাধারণই হইতো। অতএব আপনি কেবল নিজেরই

আজ্ঞাধীন দ্রব্যের ব্যবহার এবং তা দ্বারাই ক্রীড়া অর্থাৎ খেলা করেন মাত্র আপনি।

হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়োর্য-
দেকোনে তস্মিন্ নিজমুদহরন্নেত্রকমলম্।
গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগর্তি জগতাম্ ॥১৯॥

অনুবাদ:- হে ত্রিপুরহর, বিষ্ণু আপনার পদযুগলে সহস্র কমল উপহার দিতে গিয়া একটি কম হইয়াছে দেখিয়া যে নিজের নেত্রকমল উৎপাটন করিয়াছিলেন, সেই ভক্তির আতিশয্যই (বিষ্ণুর সুদর্শন) চক্ররূপে পরিণত হইয়াছে এবং সর্বদা ত্রিভুবনরক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছে ॥১৯॥

ব্যাখ্যা:- হে ত্রিপুর নাশকারী হর (রুদ্র)! ভগবান বিষ্ণু আপনারই পদযুগলে সহস্র কমল উপহার দিতে

গিয়ে একটা কম হয়েছিলো দেখে, সে নিজের নেত্রকমল উৎপাটন অর্থাৎ খুলে ফেলতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো, সেই ভক্তি অধিক মাত্রায় হওয়াতেই তা সুদর্শন চক্ররূপে পরিণত হয়েছে এবং তিন লোক (স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল) রক্ষায় নিযুক্ত রয়ে গেছে।

ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং

ক্ব কর্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে।

অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং

শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কর্মসু জনঃ ॥২০॥

অনুবাদ:- যজ্ঞ নিদ্রিত (শেষ) হইলেও যজ্ঞকারিগণকে ফলপ্রদান জন্য আপনিই জাগ্রত থাকেন। ঈশ্বরের আরাধনা না করিলে যজ্ঞের ধ্বংসের পর ফল কোথা হইতে আসিবে? অতএব যজ্ঞের ফলদান-বিষয়ে আপনাকেই প্রতিভূ (জামিন)

জানিয়া লোকে শ্রুতিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হয় এবং কর্মসমূহে দৃঢ়চেষ্ট হয় ॥২০॥

ব্যাখ্যা:- এইখানে পুষ্পদন্ত বলিতেছেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে কোনো কর্ম করার পর, তা শেষ হইলেও, সেই কর্মকারীকে ফলপ্রদান করার জন্য আপনি পরমেশ্বর শিব সদা তৎপর থাকেন। কারন আপনি ভক্তদের কল্যাণ হেতু সদা জাগ্রিত। কর্মের ফল কিছুকাল পরে ঘটে, তাই কর্ম সমাধান হওয়ার অন্তেই স্বীয় কর্ম যদি কোনো কারণে নষ্ট হয়, তাহলে ঈশ্বরের পুনঃ আরাধনা ছারা, তা কিভাবে ফলদায়ক হতে পারে? অতএব আপনাকে ভগবান বিষয়ক কর্মের, কর্মফল দানের প্রতিভূ অর্থাৎ প্রতিনিধি জেনে, লোকে বেদবাক্যে শ্রদ্ধা রেখে নিজের কর্মসমূহে দৃঢ়চেষ্ট হবে।

ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভূতা

মৃষীণামাত্ত্বিজ্যং শরণদ সদস্যাঃ সুরগণাঃ।

ক্রতভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যবসিনো ধ্রুবং

কর্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ ॥২১॥

অনুবাদ:- হে শরণদ, যে যজ্ঞে জনগণের অধিপতি ও যজ্ঞকার্যে নিপুণ প্রজাপতি দক্ষ যজমান, ঋষিগণ যাজক এবং দেবগণ সদস্য-সেই যজ্ঞও যজ্ঞফলদানে সমুৎসুক আপনার দ্বারাই ধ্বংস হইয়াছিল; কেন না ইহা নিশ্চিত যে শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞসমূহ যজ্ঞকর্তার নাশেরই কারণ হইয়া থাকে ॥২১॥

ব্যাখ্যা:- হে শরণদাতা! যে (বৈদিক) যজ্ঞে জনগণের অধিপতি ও যজ্ঞকর্মে নিপুণ প্রজাপতি দক্ষ যজমান, ঋষিগণ যাজক অর্থাৎ পুরোহিত এবং দেবগণ সদস্য, সেই যজ্ঞও আপনার দ্বারা ধ্বংস হয়েছিলো।

অথচ আপনিই সবসময় যজ্ঞফল দান করার জন্য, সদা উৎসুক থাকেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়, যে সমস্ত যজ্ঞ আপনার প্রতি শ্রদ্ধা রহিত হয়ে থাকে, সেই যজ্ঞ যজ্ঞকর্তার নাশেরই কারণ হয়। কারন শিব বিনা কোনো শুভ কার্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। কারন শিব শব্দের অর্থই হলো মঙ্গলময়। অনেকেই বলে থাকেন, শিব শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়, উমার প্রতি কামাতুর, তিনি তমগুণী ইত্যাদি, এইসবের খণ্ডন হিসেবে আমরা বৈষ্ণবীয় ভাগবতকেই নিতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে "আপনি (শিব) উমার সঙ্গে বিচরণ করেন দেখে যে সকল নির্লজ্জ ব্যক্তি আপনাকে উমার প্রতি আসক্ত (কামুক) কিংবা আপনি শ্মশানে বাস করেন বলে আপনাকে হিংস্র এবং ক্রুর মনে করে, তারা মূর্খ, তারা আপনার লীলার রহস্য কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে পারে না।" (ভাগবত - ৮/৭/৩৩ দ্রষ্টব্য)

প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং
গতং রোহিদ্ভুতাং রিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ ॥২২॥

অনুবাদ:- হে নাথ, প্রজাপতি কামবশতঃ স্বীয় কন্যার প্রেমার্থী হইয়া, (আত্মগোপনের জন্য) মৃগরূপধারিণী তাহার সহিত মৃগরূপ ধারণ করিয়া বলপূর্বক মিলিত হইলে, আপনার বাণে ব্যথিত হইয়া তিনি আকাশে পলায়ন করিয়া- ছিলেন; কিন্তু সেখানেও ধনুষ্পাণি মৃগব্যাধরূপী আপনার প্রতাপ অদ্যাপি তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই ॥২২॥

ব্যাখ্যা:- হে নাথ! প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন নিজের কন্যা সন্ধ্যা দেবীর প্রতি কামবশতঃ হরণ করিবার ইচ্ছা করলো, তখন আত্মগোপন করতে সে মৃগ অর্থাৎ

পুরুষ হরিণ রূপ ধারণ করেছিলো এবং বলপূর্বক তার প্রতি মিলিত হয়েছিলো, তখন আপনার বাণে ব্যথিত হয়ে তিনি আকাশে পালিয়ে ছিলো, কিন্তু সেখানেও আপনি ধনুকধারী হয়ে মৃগব্যাধরূপী হয়ে বান বিদ্ধ করেছিলেন। তোমার সেই প্রতাপে ব্রহ্মা আজও ভীত হয়ে আছেন। এর দ্বারাই বোঝা যায়, শিব স্বল্প ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু আবার মন্দ কার্যে সামান্য অগ্রসর হইলেও তিনি নিস্তার দেন না, সে লোকপতি ব্রহ্মাই হোক না কেনো?

স্বলাবণ্যাশংসাধৃতধনুষমহ্নায় তৃণবৎ

পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন পুষ্পায়ুধমপি।

যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিরত দেহার্ধঘটনাদ-

বৈতি ত্বামদ্ধা বত বরদ মুগ্ধা যুবতয়ঃ ॥২৩॥

অনুবাদ:- হে পুরমথন, হে জিতেন্দ্রিয়, পার্বতীর

সৌন্দর্যে ভরসা করিয়া (ঐ সৌন্দর্যে মহাদেবকে মুগ্ধ করিব মনে করিয়া) যখন কামদেব ধনু ধারণ করেন, তখন দেবী পার্বতী নিজ সমক্ষেই তাহাকে তৎক্ষণাৎ তৃণবৎ দগ্ধ হইতে দেখিয়াও যদি আপনার দেহার্ণধারিণী হওয়ার গর্বে আপনাকে স্ত্রৈণ মনে করিয়া থাকেন, তবে হে বরদ, অহো! যুবতীরা বস্তুতঃই বড় নির্বোধ ॥২৩॥

ব্যাখ্যা:- হে ত্রিপুরান্তক! হে ইন্দ্রিয় সংযমপরায়ণ! যখন দেবী পার্বতী আপন সৌন্দর্যে মহাদেবকে মুগ্ধ করবো মনে করে আপনাকে পাওয়ার আশা করেছিলো এবং সেই দেখে কামদেব তার কাম ধনুক ধারন করেছিলো (আপনার মনে পার্বতীর প্রতি প্রেম ভাব জাগ্রত করার জন্য), তখন দেবী পার্বতীর স্বসমক্ষেই তৃণের মত কামদেবকে আপনি দগ্ধ করেছিলেন আপন তৃতীয় নেত্র দ্বারা, এটা দেখেও যদি দেবী পার্বতী আপনাকে স্ত্রৈণ অর্থাৎ

স্ত্রীর বশীভূত ভেবে থাকে, তাহলে হে বরদাতা মহেশ্বর! হায়! অহ! যুবতীগণ বাস্তবিকই বড় নির্বোধ।

শ্মশানেষ্বাক্রীড়া স্মরহর পিশাচাঃ সহচরাশ্চিতা-
ভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং
তথাপি স্মর্তৃণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি ॥২৪॥

অনুবাদ:- হে স্মরহর! শ্মশানে আপনার ক্রীড়া, পিশাচগণ আপনার সহচর, চিতাভস্ম আপনার অনুলেপ, আর নৃকপালসমূহ আপনার মালা - আপনার আচরণসমূহ এইরূপই অপবিত্র। তথাপি হে বরদ, আপনি আপনার স্মরণকারীর প্রতি পরম মঙ্গলস্বরূপ ॥২৪॥

ব্যাখ্যা:- হে স্মরহর (হে মদনান্তক)! শ্মশানে আপনার

বিহার, পিশাচগণ আপনার সহচর, চিতাভস্ম আপনার অনুলেপন, আর নরমুণ্ডসমূহ আপনার মালা, আপনার এইসব আচরণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে অপবিত্র, কিন্তু আপনি বাস্তবিক দৃষ্টিতে পরম পবিত্র, তাই হে বরদাতা! আপনি আপনার স্মরণকারীর প্রতি পরম মঙ্গলস্বরুপ, এইজন্য আপনাকে শিব নামেও অভিহিত করা হয়।

মনঃ প্রত্যকচিত্তে সবিধমবধায়াত্তমরুতঃ

প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ।

যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদ ইব নিমজ্যামৃতময়ে

দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তং কিল ভবান্ ॥২৫॥

অনুবাদ:- যমাদিযুক্ত যোগিগণ শাস্ত্রানুযায়ী প্রাণায়াম-সহায়ে প্রত্যগাত্মাতে মনকে সমাহিত করিয়া পুলকিত শরীরে ও আনন্দাশ্রুপূর্ণনেত্রে যে

অন্তর্নিহিত অনির্বচনীয় তত্ত্ব দর্শনপূর্বক অমৃতময় হ্রদে নিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায় আহলাদ পাইয়া থাকেন, তাহা অবশ্য আপনিই ॥২৫॥

ব্যাখ্যা:- যোগিগণ আত্ম নিয়ন্ত্রিত হয়ে শাস্ত্রানুযায়ী প্রাণায়ামের সাহায্যে পরম চৈতন্যে মনকে সমাহিত করে, পুলকিত অর্থাৎ আনন্দিত শরীরে ও চোখে আনন্দ অশ্রুতে যে অন্তরে থাকা অনির্বচনীয় তত্ত্ব দর্শনপূর্বক অমৃতময় গর্তে নিমজ্জিত ব্যক্তির মতো ব্রহ্মানন্দ পেয়ে থাকেন, তা অবশ্যই আপনি।

ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহস্তমা-

পস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ।

পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতু গিরং

ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎ ত্বং ন ভবসি ॥২৬॥

অনুবাদ:- আপনি সূর্য, আপনি চন্দ্র, আপনি পবন, আপনি অগ্নি, আপনি জল, আপনি আকাশ, আপনিই পৃথিবী এবং আপনিই আত্মা" পরিপক্কবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আপনার সম্বন্ধে এইরূপ সসীম বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকুক; আমরা কিন্তু এ জগতে এমন কোনও তত্ত্ব জানি না, যাহা আপনি নন ॥২৬॥

ব্যাখ্যা:- হে ভগবান শিব! আপনিই সূর্য, আপনিই চন্দ্র, আপনিই পবন, আপনিই অগ্নি, আপনিই জল, আপনিই আকাশ, আপনিই পৃথিবী এবং আপনিই আত্মা ইত্যাদি; পরিপক্কবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আপনার সন্মন্ধে এইরকম ছোটো বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকুক, আমরা শিবভক্তগণ কিন্তু এই জগতে এমন কোনো তত্ত্ব জানি না, এমন কিছু দেখি নাই যা আপনি নন। তাই আমাদের অর্থাৎ শিবভক্তদের দৃষ্টিতে এই জগৎ সংসার সবসময় শিবময়।

ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি

সুরা-নকারাদ্যৈর্বর্ণৈস্ত্রিভির-ভিদধত্তীর্ণবিকৃতি।

তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ

সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্ ॥২৭॥

অনুবাদ:- হে শরণদ, ওম্ এই পদটি অকারাদি তিন বর্ণের দ্বারা তিন বেদ, তিন অবস্থা, ত্রিভুবন ও তিন দেবতাকে প্রতিপাদন করিয়া এবং সুক্ষ্মধ্বনি দ্বারা আপনার বিকারাতীত তুরীয় অবস্থাকে প্রতিপাদন করিয়া, এক ও বহুরূপে বর্তমান আপনারই স্তুতি করিয়া থাকে ॥২৭॥

ব্যাখ্যা:- হে শরনার্থীদের শরণদাতা! প্রণবের অকারাদি (ও্+উ্+ম্) তিনটি বর্ণ দ্বারা তিন বেদ (ঋক, সাম, যজু), তিন অবস্থা (অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ) ত্রিভুবন (স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল) ও তিন

দেবতাকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রকে) প্রতিপাদন করে এবং সূক্ষ্মধ্বনি অর্থাৎ প্রণবের মানসিক জপ দ্বারা আপনার বিকারাতীত অর্থাৎ প্রকৃত সমাধিমগ্ন এবং পরম উচ্চ অবস্থাকে প্রতিপাদন করে, এক ও বহুরূপে বর্তমান আপানারই স্তুতি করে থাকে।

ভবঃ শর্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহাম্-

স্তথাভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদম্।

অমুস্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব শ্রুতিরপি

প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রণিহিতনমস্যোঽস্মি ভবতে ॥২৮॥

অনুবাদ:- হে দেব! "ভব, শর্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম এবং ঈশান" এই যে আপনার আটটা নাম ইহাদের প্রত্যেকটার অর্থ প্রকাশের জন্য বেদও সম্পূর্ণরূপে সচেষ্ট। আমি কায়মনোবাক্যে সেই আনন্দস্বরূপ ও অখণ্ড- চৈতন্যস্বরূপ আপনাকে

নমস্কার করি ॥২৮॥

ব্যাখ্যা:- হে দেব! "ভব, শর্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম এবং ইশান" এই যে তোমার আটটি নাম এদের প্রত্যেকটা নামের অর্থ প্রকাশের জন্য বেদও সম্পূর্ণরূপে চেষ্টায় রত, কিন্তু তাও এই নামগুলোর পুরোপুরি অর্থ প্রকাশে অপারগ বেদ। আমি কায়মনোবাক্যে সেই আনন্দস্বরুপ ও অখণ্ড চৈতন্য স্বরুপ আপনাকে নমস্কার করি।

নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো

নমঃক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ।

নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমো নমঃ

সর্বস্মৈ তে তদিদমতিসর্বায় চ নমঃ ॥২৯॥

অনুবাদ:- হে প্রিয়দেব, (ভক্তের পক্ষে) নিকটতম আপনাকে নমস্কার, (অভক্তের পক্ষে) দূরতম

আপনাকে নমস্কার। হে স্মরহর! (নির্গুণরূপে) সূক্ষ্মতম আপনাকে নমস্কার, (সগুণরূপে) স্থূলতম আপনাকে নমস্কার। হে ত্রিনয়ন, বৃদ্ধতম আপনাকে নমস্কার, তরুণতম আপনাকে নমস্কার। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সর্বরূপে বর্তমান, আবার সর্বাতীতরূপে বর্তমান আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥২৯॥

ব্যাখ্যা:- হে প্রিয়দেব! ভক্তের পক্ষে নিকটতম আপনাকে নমস্কার, অভক্তের পক্ষে দূরতম আপনাকে নমস্কার। হে স্মরহর! নির্গুনরুপে সূক্ষ্মতম আপনাকে নমস্কার, সাকাররূপে বৃহৎ তম তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিনয়নধারী! আপনি বৃদ্ধতম, আপনাকে নমস্কার, আপনি তরুণতম, আপনাকে নমস্কার। আপনি পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সর্বরূপে বর্তমান, আবার সর্বাতীতরুপে অর্থাৎ সবার উপরে বর্তমান আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ

প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ।

জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ

প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ ॥৩০॥

অনুবাদ:- বিশ্বসৃষ্টির জন্য রজোগুণের উৎকর্ষযুক্ত ব্রহ্মারূপী আপনাকে কে নমস্কার, বিশ্বসংহারের জন্য তমোগুণের উদ্রেকযুক্ত হররূপী, আপনাকে নমস্কার, লোকপালনার্থ সত্ত্বোৎকর্ষযুক্ত বিষ্ণুরূপী আপনাকে নমস্কার ও ত্রিগুণাতীত জ্যোতির্ময় পদপ্রদাতা শিবরূপী আপনাকে নমস্কার ॥৩০॥

ব্যাখ্যা:- বিশ্বসৃষ্টির জন্য, রজগুণের বহিঃপ্রকাশকারী ব্রহ্মারূপী আপনাকে নমস্কার, বিশ্বসংহারের জন্য বাহ্যিক তমগুনের সঞ্চারকারী হর (রুদ্র) রূপী আপনাকে নমস্কার, সমস্ত

লোকপালের জন্য বাহ্যিক সত্ত্বগুণের প্রকাশকারী বিষ্ণুরূপী তোমাকে নমস্কার ও ত্রিগুণাতীত জ্যোতির্ময় পদপ্রদাতা শিবরূপী তোমাকে নমস্কার। উক্ত শ্লোক দ্বারাও স্পষ্টত হয় যে ত্রিদেবের মধ্যে থাকা হর বা রুদ্র এবং প্রকৃত পরমেশ্বর শিব এক নয়। একজন ত্রিদেবের একজন, একজন ত্রিদেবের জনক, দুইটায় পার্থক্য আছে (ভেদ কিন্তু নেই)

কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক্ব চেদং

ক্ব চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ।

ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্

বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারম্ ॥৩১॥

অনুবাদ:- হে বরদ, ক্লেশসমূহের দ্বারা ক্লিষ্ট আমার এই সসীম বুদ্ধিই বা কোথায়, আর তোমার অসীমগুণময়ী নিত্যা বিভূতিই বা কোথায়?- এই

ভাবনায় ভীত আমাকে একমাত্র ভক্তিই নির্ভীক করিয়া আপনার পদযুগলে স্তুতিরূপ পুষ্পোপহার অর্পণ করাইল ॥৩১॥

ব্যাখ্যা:- হে বরদাতা! ক্লেশসমূহ দ্বারা ক্লিষ্ট আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিই বা কোথায়, আর আপনার অসীমগুনময়ী নিত্যা বিভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্যই বা কোথায়? এই ভাবনায় ভীত আমাকে একমাত্র ভক্তিই নির্ভীক করিয়া আপনার পদযুগলে স্তুতি রূপে এই পুস্প উপহার অর্পণ করাইল।

তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোহসি মহেশ্বর।

যাদৃশোহসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥৩২॥

অনুবাদ:- হে মহেশ্বর, আপনার তত্ত্ব কিরূপ আমি তা জানি না। কিন্তু হে মহাদেব সেই তত্ত্ব যেরকম ই হউক তাকেই আমি বারবার প্রণতি জানাই ॥৩২॥

ব্যাখ্যা:- পরমেশ্বর শিবের যে মায়া এই জগৎকে আবৃত করে রেখেছে, সেই মায়ার জন্যই আমরা অখণ্ড চৈতন্য স্বরুপ শিবকে জানতে পারি না, উপলব্ধি করতে পারি না। সেইজন্যই পুষ্পদন্ত এই বলে সেই সসীম শিবকে প্রণাম করতেছে, হে মহান ঈশ্বর মহেশ্বর! আপনার তত্ত্ব কিরূপ তা আমি জানি না, কিন্তু সেই তত্ত্ব যেরকমই হোক না কেনো? আমি সেই তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা আপনাকে বার বার প্রণতি নিবেদন করি।

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধু-

পাত্রে সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।

লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং

তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥৩৩॥

অনুবাদ:- নীল পর্বত যদি কালী হয়, সাগর যদি মসিপাত্র হয়, পারিজাত বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ শাখা যদি কলম হয়, পৃথিবী যদি লিখিবার পত্র হয়, আর এই সমস্ত বস্তু লইয়া সরস্বতী যদি চিরকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, তথাপি হে ঈশ্বর, আপনার গুণসমূহের ইয়ত্তা হইতে পারে না ॥৩৩॥

ব্যাখ্যা:- এখানে পুষ্পদন্ত পরমেশ্বর শিবের মহিমা প্রকাশ করার জন্য বলতেছেন, নীল নামক পর্বত যদি কলমের কালী হয়, সাগর যদি সেই কালী রাখার পাত্র হয়, পৃথিবী যদি লেখার জন্য পত্র (খাতা) হয়, আর এই সমস্ত জিনিস নিয়ে বিদ্যার দেবী সরস্বতী যদি চিরকাল ধরে লিখতে থাকেন, তথাপি হে ঈশ্বর, তোমার গুনসমূহের ইয়ত্তা অর্থাৎ সীমা হ ইতে পারে না। এর দ্বারা পুষ্পদন্ত ইহাই বোধাতে চেয়েছেন যে, শিব মাহাত্ম্য কখনো কেউ প্রকাশ

করে শেষ করতে পারবে না, কারন শিব সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় এবং শিব সম্পর্কে যা বলা হয় না তা সব শিবই। তাই শিব এবং শিবের মহিমা অপরিসীম।

অসুরসুরমুনীন্দ্রৈরচিত-স্যেন্দুমৌলে-
গ্রথিতগুণমহিম্নো নির্গুণস্যেশ্বরস্য।
সকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদন্তাভিধানো
রুচিরমলঘুবৃত্তৈঃ স্তোত্রমেতচ্চকার ॥৩৪॥

অনুবাদ:- যে চন্দ্রশেখর, সুর, অসুর ও মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিত, যাঁহার গুণমহিমা বেদাদিতে কীর্তিত হইয়াছে এবং যিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ ঈশ্বর-তাঁহারই এই হৃদয়গ্রাহী স্তোত্র পুষ্পদন্ত নামক গন্ধর্ব দীর্ঘচ্ছন্দে রচনা করিয়াছেন ॥৩৪॥

ব্যাখ্যা:- এই শ্লোকে এটাই বলা হচ্ছে যে, হে

চন্দ্রশেখর! ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সকল প্রাণী দ্বারা পূজিত, যার গুনমহিমা বেদাদি শাস্ত্রে কীর্তিত হয়েছে এবং যিনি স্বরুপতঃ নির্গুন ঈশ্বর তারই এই হৃদয় আকর্ষণকারী স্ত্রোত্র পুষ্পদন্ত নামক গন্ধর্ব দীর্ঘচ্ছন্দে অর্থাৎ আকুলিত কণ্ঠে রচনা করেছেন।

অহরহরনবদ্যং ধূর্জটেঃ স্তোত্রমেতৎ
পঠতি পরমভক্ত্যা শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্ যঃ।
স ভবতি শিবলোকে রুদ্রতুল্যস্তথাঽত্র
প্রচুরতরধনায়ুঃপুত্রবান্ কীর্তিমাংশ্চ ॥৩৫॥

অনুবাদ:- যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে মহাদেবের এই পবিত্র স্তব প্রতিদিন পরম ভক্তি সহকারে পাঠ করে, সে শিবলোকে রুদ্রতুল্য হয় এবং ইহলোকে প্রচুর ধন, আয়ু ও পুত্র লাভ করে এবং যশস্বী হয় ॥৩৫॥

ব্যাখ্যা:- এখন এই স্তবটির মাহাত্ম্য প্রকাশ করছেন রচনাকার, যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে মহাদেবের এই পবিত্র স্তব প্রতিদিন পরমভক্তি সহকারে পাঠ করে, সে পরমধাম শিবলোকে রুদ্রতুল্য হয় এবং এই জাগতিক জগতে প্রচুর ধন, আয়ু ও পুত্র লাভ করে এবং যশস্বী হয়।

মহেশান্নাপরো দেবো মহিম্নো নাপরা স্তুতিঃ।
অঘোরান্নাপরো মন্ত্রো নাস্তি তত্ত্বংগুরোঃ পরম্ ॥৩৬॥

অনুবাদ:- শিব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা, মহিম্নঃস্তব হইতে শ্রেষ্ঠ স্তব, অঘোর মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র এবং গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই ॥৩৬॥

ব্যাখ্যা:- দেবতাদের মধ্যে শিব (রুদ্র) হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা, সমস্ত স্তবসমূহের মধ্যে পুষ্পদন্ত বিরচিত মহিম্নস্তব হইতে শ্রেষ্ঠ স্তব, শিবের পাঁচ মুখের মধ্যে

অন্যতম মুখ অঘোর, সেই অঘোর মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র এবং গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ কোনো তত্ত্ব এই ত্রিলোকের কোথাও নেই।

দীক্ষা দানং তপস্তীর্থং জ্ঞানং যাগাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
মহিম্নঃ স্তবপাঠস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৩৭॥

অনুবাদ:- মন্ত্রগ্রহণ, দান, তপস্যা, তীর্থসেবা, শাস্ত্রজ্ঞান ও যাগাদি কর্ম মহিম্নঃস্তব পাঠের ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নহে ॥৩৭॥

ব্যাখ্যা:- এই মহিম্নস্তব পাঠে ষোলো শতাংশ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মন্ত্রগ্রহণ, দান, তপস্যা, তীর্থসেবা, শাস্ত্রজ্ঞান, যাগাদি কর্ম ইত্যাদিতে মহিম্ন স্তবের এক অংশও প্রাপ্ত হয় না।

কুসুমদশননামা সর্বগন্ধর্বরাজঃ

শিশুশশধরমৌলের্দেবদেবস্য দাসঃ।

স খলু নিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ

স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ ॥৩৮॥

অনুবাদ:- মস্তকে চন্দ্রকলাধারী মহাদেবের দাস, পুষ্পদন্তনামক প্রসিদ্ধ গন্ধর্বরাজ, মহাদেবের রোষে নিজ মহিমা হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া, অতি মনোহর এই মহিম্নঃ স্তুতি রচনা করিয়াছিলেন ॥৩৮॥

ব্যাখ্যা:- গন্ধর্ব পুষ্পদন্ত কেনো এই স্তব রচনা করেছিলেন রচনাকার সেটাই এই শ্লোকে বলছেন, মস্তকে চন্দ্রকলাধারী মহাদেবের দাস, পুষ্পদন্ত নাম্নী প্রসিদ্ধ গন্ধর্বরাজ, মহাদেবের রোষে নিজ মহিমা হ ইতে বিভ্রষ্ট হয়ে, অতি মনোহর এই মহিম্ন স্তুতি রচনা করেছিলেন।

সুরবরমুনিপূজ্যং স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং

পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ।

ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ

স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্ ॥৩৯॥

অনুবাদ:- শ্রেষ্ঠ দেব ও মুনিগণের পূজিত এবং স্বর্গ ও মুক্তির মুখ্য কারণ এই পুষ্পদন্ত-বিরচিত অমোঘ স্তব, যে বদ্ধাঞ্জলি ও একাগ্রচিত্ত হইয়া পাঠ করে, সে কিন্নরগণের দ্বারা স্তুত হইয়া শিবসমীপে গমন করে ॥৩৯॥

ব্যাখ্যা:- আবারও মহিম্ন স্তবের মাহাত্ম্য বলছেন, শ্রেষ্ঠ দেব ও মুনিগণের পূজিত এবং স্বর্গ ও মোক্ষ প্রাপ্তির মুখ্য কারণ এই পুষ্পদন্ত বিরচিত অমোঘ স্তব, যে বদ্ধাঞ্জলি অর্থাৎ হাত জোড় করে ও একাগ্রচিত্ত হয়ে পাঠ করে, সে কিন্নগণের দ্বারা স্তুত

হইয়া শিবসমীপে অর্থাৎ পরমধাম শিবলোকে গমন করে।

আসমাপ্তমিদং স্তোত্রং পুণ্যং গন্ধর্বভাষিতং।
অনৌপম্যং মনোহারি শিবমীশ্বরবর্ণনম্ ॥৪০॥

অনুবাদ:- গন্ধর্বের উচ্চারিত এই স্তবটা আদ্যন্ত পবিত্র, উপমাবিহীন, মনোরম, মঙ্গলপ্রদ এবং ঈশ্বরের বর্ণনায় পূর্ণ ॥৪০॥

ব্যাখ্যা:- গন্ধর্ব পুষ্পদন্ত বিরচিত এবং উচ্চারিত এই স্তবটা শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পবিত্র, উপমাবিহীন, মনোরম, সকলের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ এবং ঈশ্বরের বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

শ্রীপুপদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন
স্তোত্রে কিল্বিষহরেণ হরপ্রিয়েণ।

কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন গৃহস্থিতেন

সুপ্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্মহেশঃ ॥৪১॥

অনুবাদ:- শ্রীপুষ্পদন্তের মুখপদ্ম হইতে নিঃসৃত, পাপবিনাশক, মহাদেবের প্রিয় এই স্তোত্র কণ্ঠস্থ করিলে, পাঠ করিলে কিংবা গৃহে রক্ষা করিলে, ভূতপতি মহাদেব অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হন ॥৪১॥

ব্যাখ্যা:- শৈবশ্রী পুষ্পদন্তের মুখপদ্ম হতে নিঃসৃত, পাপবিনাশক, মহাদেবের প্রিয় এই স্ত্রোত্র যে ব্যক্তি কণ্ঠস্থ অর্থাৎ মূখস্থ করে, পাঠ করে কিংবা গৃহে রক্ষা করে, ভূতপতি মহাদেব সেই ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হন।

এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং যঃ পঠেন্নরঃ।

সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ শিব লোকে মহীয়তে॥৪২॥

অনুবাদ:- প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সায়ংকালে যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে, সে সর্বপাপ হতে বিমুক্ত হয়ে শিব লোকে স্থান পায় ॥৪২॥

ব্যাখ্যা:- যারা প্রভু শিবের ভক্ত এবং প্রভু শিবের প্রতি সমর্পিত; সেই ব্যক্তি যদি এই স্তোত্র তিনবেলা (অর্থাৎ সকাল, দুপুর এবং রাতে) পাঠ করে, তাহলে সে ইহলোকে সমস্ত পাপ হতে বিমুক্ত হয়ে পরমধাম শিবলোকে গমন করে। পরমধাম শিবলোককেই জ্ঞানকৈলাশ বলা হয়, এই পরমধামে গমন করলে কোনো ব্যাক্তিকে আর এই জন্ম মৃত্যুর আবর্তনে ফেরত আসতে হয় না।

ইত্যেষা বাঙ্‌ময়ী পূজা শ্রীমচ্ছঙ্করপাদয়োঃ।
অর্পিতা তেন দেবেশঃ প্রীয়তাং মে সদাশিবঃ ॥৪৩॥

॥ ইতি শৈবশ্রী পুষ্পদন্ত বিরচিত "শিব মহিম্ন স্তোত্রম্" ॥

অনুবাদ:- উপরোক্ত এই স্তবরূপ আরাধনা শ্রীমহাদেবের পাদযুগলে অর্পিত হইল। ইহাতে দেবেশ সদাশিব আমার প্রতি প্রীত হউন ॥৪৩॥

ব্যাখ্যা:- উপরোক্ত এই স্তব এবং আমার ব্যাখ্যা আরাধনা রূপে শ্রী মহাদেবের চরণযুগলে অর্পিত হ ইল, ইহাতে দেবতা তথা সকল প্রাণীর ঈশ্বর এবং নির্গুন ব্রহ্মের সর্বোচ্চ সাকার বিগ্রহ সদাশিব আমার প্রতি প্রীত হউন। এই বলে এই পরম পবিত্র শিব মহিম্নস্তবের ইতি করলেন রচনাকার।

আমিও গ্রন্থশেষে সেই পরমেশ্বর শিবের সেই চরণদ্বয়কে জোড় হস্তে এবং নতমস্তকে প্রণাম করি, যে চরণের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তিনি রাবণের দর্প চূর্ণ করেছিলো, যেই পাদপদ্মে বিষ্ণু ভক্তি প্রদর্শন করিয়ে সুদর্শন চক্র প্রাপ্ত হয়েছিলো। আমি পুনরায়

পরমেশ্বর শিবের নিকট পূর্বের ন্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করছি, কারন এই স্তবকে ব্যাখ্যা এবং প্রকাশ করার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছি আমি, তাই এই স্তবের সব ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে, তিনি জেনো এই ব্যাখ্যা কে স্বীকৃতি দান করে তার চরণ কমলে। গ্রন্থশেষে সকলের মঙ্গল কামনা করে আমি এই গ্রন্থের ইতি করলাম।

ওঁ শিবার্পনমস্তু ওঁ

|| গ্রন্থসমাপ্ত ||